ল্যাব কোটের পকেটের ভেতর হাতের মুঠি দুটো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জেনেভিয়েভ রেন'শ'র। তবে সে কথা বলছে শান্ত কণ্ঠে। এই প্রতিষ্ঠানের এমডি রেন'শ।

'ব্যাপারটা হচ্ছে,' বলল সে। 'আমি তো প্রায় রেডি, কিন্তু প্রস্তুতির জন্যে এটাকে দীর্ঘদিন জিইয়ে রাখতে হলে সাহায্যের দরকার আমার।'

জেমস বারকোউইৎজ একজন পদার্থবিদ। জেনেভিয়েভের মতো সুন্দরী ডাক্তারকে সাহায্য করার জন্যে সে প্রস্তুত। এমনিতে এ মেয়েকে জেনি রেন বলে ডাকে জেমস। আরো গুণকীর্তন করে জেনি রেনের ক্লাসিক চেহারার। বলে, জেনির বিস্ময়কর মসৃণ এবং নিভাঁজ কপালের ওপাশে যে মস্তিষ্ক রয়েছে, অসম্ভব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রয়েছে তাতে। তবে জেমস যাই বলে—সব জেনির অগোচরে। সামনে ভুলেও দুর্বলতা প্রকাশ করে না।

চিবুকে সদ্য গজানো খোঁচা খোঁচা দাড়িতে বুড়ো আঙুল ঘসতে ঘসতে জেমস বলল, 'আমার মনে হয় না—ফ্রন্ট অফিস এতটা সময় দেয়ার মতো ধৈর্য দেখাবে। আমি তো ভাবছি, এই সপ্তাহটা পেরোনোর আগেই ওরা আপনাকে ঠিক কার্পেটের ওপর বসিয়ে দেবে।'

'এ জন্যেই তো আমি আপনার সাহায্য চাইছি।'

নিজের অলক্ষ্যে পলকের জন্যে সামনের আয়নায় দৃষ্টি চলে যায় জেমসের। মনে মনে নিজের ঢেউ খেলান ঝাঁকড়া চুলগুলোর প্রশংসা করল সে।

'অ্যাডামের বক্তব্য কী?' জানতে চাইল জেনেভিয়েভ।

অ্যাডাম অরসিনো চুপচাপ চুমুক দিচ্ছিল কফিতে, এবং জেনেভিয়েভ আর জেমসের আলাপ থেকে নিজেকে একরকম বিচ্ছিন্ন

banglainternet.com

Think : Isaac Asimov

ধরে নিয়েছিল সে। জেনির কথায় যেন ধাক্কা খেল পেছন থেকে। বলল, 'আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন ?'

ভরাট পুরু ঠোঁট জোড়া কেঁপে উঠল অ্যাডামের।

'কারণ আপনারা দু'জন এখানে লেজার মেন ,হিসেবে আছেন। জিম থিওরিটিসিয়ান এবং অ্যাডাম ইঞ্জিনিয়ার। আমার কাছে এমন লেজার অ্যাপ্লিকেশন আছে, যা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। তবে ব্যাপারটা আমি ওদেরকে বোঝাতে পারব না, আপনারা দুজন পারবেন।'

'তা ব্যাপারটা আমাদের আগে বুঝিয়ে দিন না,' বলল বারকোউইৎজ। 'তারপর দেখছি আমরা।'

'ঠিক আছে, আপনারা যদি আপনাদের মূল্যবান সময় থেকে একটি ঘণ্টা আমাকে দেন, যদি লেজার বিষয়ক সম্পূর্ণ নতুন কিছু দেখে ঘাবড়ে না যান, তাহলে ব্যাপারটা দেখাতে বা বোঝাতে কোনো আপত্তি নেই আমার। তাহলে কফি ব্রেক থেকে চলে আসুন আপনারা।'

রেন'শ'র ল্যাবরেটরির কর্তৃত্ব তার কম্পিউটারের হাতে। তাই বলে এমন নয় যে, তার কম্পিউটারটা অস্বাভাবিক বড় রকমের কিছু। তবে বাস্তবিক এ কম্পিউটার ল্যাবরেটরির সবখানে আছে। রেন'শ কম্পিউটার টেকনোলজিতে জ্ঞান লাভ করে সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায়। নিজের কম্পিউটারে কিছুটা পরিবর্তন এনে এবং সম্প্রসারণ করে এমন একটা পর্যায় নিয়ে গেছে, সে ছাড়া আর কেউ স্বচ্ছন্দে পরিচালনা করতে পারে না ওটাকে।

নিঃশব্দে ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ করে দুই সঙ্গীর দিকে ফিরল রেন'শ। অস্বস্তি বোধ করছে বারকোউইৎজ। বাতাসে মৃদু একটা কটু গন্ধ পেয়ে সতর্ক হয়ে গেছে। অরসিনোর কুঁচকান নাক বলে দিচ্ছে তার মনোভাবও একই।

রেন'শ বলল, 'আমার এই খুদে প্রচেষ্টা অনেক দিনের আলোতে মোম জ্বালানোর মতো। আপত্তি না থাকলে, আমার লেজার অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখাতে পারি আপনাদের। লেজার রশ্মিতে রেডিয়েশন থাকে সুসামঞ্জস্যভাবে। আর একই দৈর্ঘ্যের সব

আলোকতরঙ্গ পরিচালিত হয় একই ভাবে। কাজেই লেজারে একদম শব্দ হয় না এবং হলোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হতে পারে। তরঙ্গের আকার পরিবর্তন করে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে এই রশ্মির মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। আরো আছে, যদি আলোকতরঙ্গগুলো রেডিও তরঙ্গের দশ লাখ ভাগেরও এক ভাগ হয়, তবু একটি লেজার রশ্মি রেডিও রশ্মির দশ লাখ গুণ তথ্য বয়ে নিয়ে যেতে পারে।'

বারকোউইৎজ কৌতূহলী কণ্ঠে জানাতে চাইল, 'আপনি কী লেজার ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছেন, জেনি ?'

'মোটেও না,' বলল রেন'শ। 'বরং পরীক্ষিতভাবে পদার্থবিদ এবং ইঞ্জিনিয়রদের কাজ এগিয়ে দিচ্ছি। লেজারের আরেকটা সুবিধা হচ্ছে–বিপুল পরিমাণ শক্তিকে খুবই সূক্ষ্ম একটা বিন্দুতে জড়ো করতে পারে। আবার ছোট্ট বিন্দু থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তিকে ছড়িয়ে দিতে পারে ব্যাপকভাবে। লেজার দিয়ে প্রচণ্ড তাপ এবং চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে হাইড্রোজেনকে চূড়ান্তভাবে সঙ্কুচিত করা সম্ভব এবং এতে একটা নিয়ন্ত্রিত ফিউসন রিঅ্যাকশন ঘটে যেতে পারে—'

'আমি জানি, আপনি তা করেননি এখনো,' বলল অরসিনো। মাথার ওপর থেকে ছড়ান ফ্লোরেসন্ট বাল্বের আলোয় চক্‌চক্ করছে তার টাকমাথা।

'না, করিনি। চেষ্টা করেও দেখিনি। এবার শুনুন অল্প মাত্রায় লেজার দিয়ে কী হয়। খুব কঠিন যে জিনিসগুলো রয়েছে। যেগুলো সাধারণভাবে ফুটো করা বেশ ঝামেলা, সেগুলো অনায়াসে ফুটো করা যেতে পারে স্বল্পমাত্রার লেজার দিয়ে। ঝালাই বা হিটট্রিটেও বেশ কাজ দেয় এই লেজার। স্পর্শকাতর কোনো জায়গায় নির্দিষ্ট একটা অংশকে অকেজো করে দিতে হবে, লেজারের তাপ দিয়ে এত দ্রুত তা করা সম্ভব—আশেপাশের অন্যান্য জিনিস সেটা বুঝে উঠতেই পারবে না। তাছাড়া চোখের রেটিনা এবং দাঁতের চিকিৎসায়ও স্বল্প মাত্রার লেজার অত্যন্ত কার্যকরী। এবং দুর্বল সঙ্কেতগুলোকে অসম্ভব নিখুঁতভাবে সবল করে তুলতে নিশ্চিতভাবে সক্ষম লেজার।'

'আপনি আমাদের এতকিছু বলছেন কেন, বলুন তো ?' জানতে চাইল বারকোউইৎজ।

banglainternet.com

'এই সম্পদগুলো তৈরি করে কীভাবে আমরা নিজস্ব ফিল্ডে লাগান যায়—তার একটা পরামর্শ চাই। আর আমার নিজের ক্ষেত্র তো জানাই আছে আপনাদের—নিউরোফিজিওলজি।'

বাদামি চুলগুলোতে ব্রাশের মতো আঙুল চালাল রেন'শ। হঠাৎ যেন নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে।

'কয়েক দশক ধরে,' বলল রেন'শ। 'আমরা মস্তিষ্কের পরিবর্তনশীল সুপ্ত এবং সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ পরিমাপের ক্ষমতা অর্জন করেছি, যা রেকর্ড হচ্ছে ইলেকট্রোয়েনসেফালোগ্রাম বা ইইজি নামে। আমরা পেয়েছি আলফা ওয়েভ, বেটা ওয়েভ, ডেল্টা ওয়েভ, থেটা ওয়েভ। এই ওয়েভগুলোর মাত্রা আবার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম থাকে—এবং সেটা নির্ভর করে চোখ খোলা বা বন্ধ থাকার ওপর; অর্থাৎ সাবজেক্ট জাগ্রত, ধ্যানমগ্ন, না নিদ্রিত—তার ওপর। তবে সব মিলিয়ে খুব সামান্য তথ্য পেয়েছি আমরা।

'সামান্যটা হচ্ছে—আমরা সঙ্কেত পাচ্ছি, দশ বিলিয়ন নিউরন সন্নিবিষ্ট আছে শিবটিং কম্পিনেশনের ভেতর। এটা অনেক দূর থেকে পৃথিবীর অগণিত মানুষের কলগুঞ্জন শোনার মতো একটা ব্যাপার আর কি। আর আমার চেষ্টাটা হচ্ছে, এর মাঝ থেকে আলাদাভাবে একেক জনের কথোপকথন বের করা। কিন্তু সফল হতে পারছি না। এই কলগুঞ্জনের ভেতর থেকে কেবল হালকা কোনো পরিবর্তন আমরা শনাক্ত করতে পারি—যেন বিশ্বযুদ্ধে এবং পরবর্তী উত্থানের সময় গুঞ্জনের একটা তারতম্য ধরা পড়ে। কিন্তু তাও পরিষ্কারভাবে নয়। একইভাবে আমরা মস্তিষ্কের কিছু অসম্পূর্ণ কাজ সম্পর্কে বলতে পারি—যেমন মৃগীরোগ—কিন্তু তাও পরিষ্কার ভাবে নয়।

'ধরুন, এখন যদি মস্তিষ্কে অত্যন্ত পরিমাণ লেজার রশ্মি দেয়া হয় এবং প্রতিটা কোষে ছড়িয়ে পড়ে, একটি একক কোষে পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চারিত হয়ে এত দ্রুত প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন হবে, যা আর কোনো কিছুর মাধ্যমে সম্ভব নয়। এই লেজার রশ্মির প্রতিক্রিয়ার প্রতিটা কোষের সুপ্ত ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে রেকর্ড পরিমাণ পর্যায়ে পৌঁছবে। তখন আপনারা পাবেন একটি নতুন ধরনের পরিমাপ, যার নাম লেজার এনসেফালোগ্রাম বা এলইজি। এবং এতে তথ্য ধারণ ক্ষমতা থাকবে সাধারণ ইইজি'র চেয়ে কয়েক লাখ গুণ বেশি।'

বারকোউইৎজ প্রশংসা করে বলল, 'আপনার পরিকল্পনাটা সুন্দর। কিন্তু এটা তো নিছক একটা পরিকল্পনা।'

'নিছক পরিকল্পনা নয়, জিম। তারচেয়েও বেশি। আমি দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে কাজ করছি এ নিয়ে। প্রথম প্রথম অবসরে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতাম। শেষের দিকে পুরোটা সময় নিয়ে কাজ করেছি, যা ফ্রন্ট অফিসের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরক্তির কারণও আছে বটে। আমি কোনো রিপোর্ট পাঠাইনি এ নিয়ে।'

'কেন পাঠাননি ?'

'আরে ভাই, প্রথমে তো সমর্থন দরকার। নিজের অবস্থানটা আগে সুদৃঢ় করতে হবে না। নইলে তো এসব শুনে সবাই পাগল বলবে আমাকে।'

একটা পর্দা সরিয়ে একটা খাঁচা বের করল রেন'শ। খাঁচার ভেতর ঝুপো লেজঅলা একজোড়া খুদে বানর। দুটো চোখেই বেদনার্ত চাউনি।

বারকোউইৎজ এবং অরসিনো দৃষ্টি বিনিময় করল পরস্পর।

বারকোউইৎজ নাক চেপে ধরল, 'কিসের একটা গন্ধ যেন পাচ্ছি।'

'কী করছেন এই বানর দুটি দিয়ে ?' জিজ্ঞেস করল অরসিনো।

বারকোউইৎজ বলল, 'আমার যা ধারণা, বানর দুটোর মগজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন উনি। তাই না, জেনি ?'

'প্রাণীর মানদণ্ড বিবেচনা করে নিম্ন পর্যায়ে থেকে ধরেছি কাজটা।' খাঁচা খুলে একটা বানর বের করে আনল রেন'শ। বানরটা অসহায়ভাবে তাকাল রেন'শ'র দিকে। চোখেমুখে বিষণ্ন বুড়োর অভিব্যক্তি।

বানরটাকে চুকচুক শব্দে আদর করল রেন'শ। আলতো করে হাত বুলিয়ে দিল গায়ে। তারপর আস্তে করে বেঁধে ফেলল একটা বর্মের ভেতর।

'কী করছেন আপনি ?' জানতে চাইল অরসিনো।

'সার্কিট চালু হলে বানরটা নড়াচড়া না করতে পারে, তার ব্যবস্থা করে নিলাম। যেহেতু বানটা এক্সপেরিমেন্টের একটা অংশ, কাজেই এটাকে অজ্ঞান করা যাবে না। বানরটার ব্রেইনে কিছু ইলেকট্রোড ঢোকান আছে। আমার এলইজি সিস্টেমের মাধ্যমে ইলেকট্রোডগুলোকে সংযোগ দিতে যাচ্ছি। এখানে সেই লেজার ব্যবহার করতে যাচ্ছি

banglainternet.com

Think : Isaac Asimov

আমি। আমি নিশ্চিত, আপনার মডেলটাকে চিনে নিতে পারবেন এবং বুঝতে পারবেন এর বিশেষত্ব।'

'ধন্যবাদ,' বলল বারকোউইৎজ। 'কিন্তু আমাদেরকে খোলাসা করে দেয়া উচিত—আসলে কী দেখতে যাচ্ছি আমরা।'

'খুব সহজ জিনিস। স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকবেন শুধু।'

দক্ষ হাতে ইলেকট্রোডের সাথে সংযোগ দিল রেন'শ। কোনো কথা নেই মুখে একটা নব ঘুরিয়ে মৃদু করে দিল ঘরের আলো। কম্পিউটার স্ক্রিনে ফুটে উঠল উঁচু নিচু একটা জটিল রেখা। উজ্জ্বল রেখাটা সোজা চলে যাচ্ছে একদিকে। ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা গেল রেখাটার মাঝে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ধাপ এল। ভিন্ন আকৃতি নিল উঁচু-নিচু বক্ররেখাটা। শেষে, ধীর গতিতে ছোটোখাটো একটা পরিবর্তন এসে একভাবে চলতে লাগল রেখাটা। মাঝেমধ্যে ধাঁ করে বড় বড় পরিবর্তন এসে পাল্টো দিতে লাগল রেখাটার আদল। সবমিলিয়ে যেন অনিয়মিত একটা লাইন এবং নিজস্ব একটা জীবন আছে এর।

'এটা হচ্ছে,' বলল রেন'শ। 'আবশ্যকীয় ইইজি ইনফরমেশন, তবে প্রচুর তথ্য আছে এর ভেতর।'

'বলুন তো,' জানতে চাইল অরসিনো। 'এখানে একক কোষগুলোর কী অবস্থা ? প্রতিটা কোষেই কি বিস্তারিত তথ্য আছে ?'

'তাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে বলব—হ্যাঁ। তবে বাস্তবে নেই। কিন্তু এলইজি পদ্ধতিতে এই তথ্যগুলো একক কোষে আলাদাভাবে স্থানান্তর সম্ভব। এই যে, দেখুন।'

কম্পিউটার কিবোর্ডের এক জায়গায় আঙুল চালাল রেন'শ। অমনি বদলে গেল লাইনটা। আবার বদলাল। রেখাটার ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে এখন প্রায় নিয়মিত তরঙ্গের মতো দেখাচ্ছে। এবং রেখাটা আগু পিছু করছে হৃৎকম্পনের ছন্দের মতো। নেমে এল ছোট ছোট ঢেউয়ে। এবং এখন প্রায় আকৃতিহীন। সবই যেন জ্যামিতিক কোনো সূত্র ছাড়া ঘটছে।

বারকোউইৎজ বলল, 'তার মানে আপনি বোঝাতে চাইছেন, মস্তিষ্কের প্রতিটা বিট একটি থেকে আরেকটি ভিন্ন ?'

'না', বলল রেন'শ। 'মোটেও তা নয়। ব্রেইন আসলে বড় বড় একটা হলোগ্রাফিক ডিভাইস। তবে এর ভেতর ছোটো ছোটো শক্তির

আদান প্রদান চলে মাইক এই শক্তিগুলোকে ধরে স্বাভাবিক অবস্থায় তোলে। এবং এই বিবর্ধনের মাত্রা বিভিন্ন সময়ে দশহাজার ফোল্ড থেকে এক কোটি ফোল্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ।'

'আচ্ছা, এই মাইকটা কে ?' অরসিনোর প্রশ্ন।

'মাইক ?' ক্ষণিকের জন্যে হতবুদ্ধি দেখাল রেন'শ'কে। লালচে আভা ছড়াল গালে। বলল, 'আমার কম্পিউটারের ডাক নাম এটা। মাঝে মধ্যে ওটাকে এ নামে ডাকি আমি। খুব সতর্কতার সাথে প্রোগ্রাম করে থাকে মাইক।'

বারকোউইৎজ বলল, 'ঠিক আছে, জেনি, সব মিলিয়ে এখন তাহলে দাঁড়ালটা কী ? লেজার ব্যবহারের মাধ্যমে আপনি একটা নতুন ব্রেইন স্ক্যানিং ডিভাইস পেয়েছেন—বেশ, সত্যিই এটা একটা চমৎকার অ্যাপ্লিকেশন। এবং আপনি ঠিকই বলেছেন, এ ধরনের চিন্তাভাবনা আমার মাথায় আসেনি কখনো—তবে তা না আসারই কথা। আমি তো আর নিউরোফিজিওলজিস্ট নই। কিন্তু এ নিয়ে আপনি লিখছেন না কেন ? আমার তো মনে হচ্ছে, ফ্রন্ট অফিস সমর্থন করবে আপনাকে—'

'কিন্তু এটা তো সবে শুরু।' স্ক্যানিং ডিভাইসটা অফ করে বানরটার মুখে এক টুকরো ফল রাখল রেন'শ। গোবেচারা জন্তুটার মাঝে কোনো ভাবান্তর হল না। ধীরে সুস্থে ফলটা চিবোতে লাগল সে। বানরটাকে সার্কিট থেকে মুক্ত করে ওখানেই রেখে দিল রেন'শ। তারপর বলল, 'মস্তিষ্কের নানারকম গ্রাম আলাদা আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারি আমি। কিছু গ্রাম নানারকম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সাথে জড়িত, কিছু আন্দ্রিক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত, কিছু আবার জড়িত আবেগের সাথে। আমরা এ নিয়ে অনেক কিছু করতে পারি, তবে এখানেই থেমে যেতে চাই না। মজার ব্যাপার হচ্ছে—এখানে জড় ভাবনারও স্থান রয়েছে।'

অরসিনোর মাংসল চেহারাটা কুঁচকে গেল রেন'শ'র শেষ কথায়। তার চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছাপ সুস্পষ্ট। বলল, 'এটা আপনি বলছেন কীভাবে ?'

'গ্রামের নির্দিষ্ট একটা কাঠামো বলে দেয় সেটা। আর কোনো কাঠামোর ভেতর সেটা থাকে না। এই প্রতিক্রিয়া বিবর্ধিত হয়ে অনেক চিন্তাভাবনাও হরণ করতে পারে।'

banglainternet.com

'বলেন কী !' বিস্মিত কণ্ঠ বারকোউইৎজ-এর। 'টেলিপ্যাথির কথা বলছেন !'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'আপনি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কোনো রিপোর্ট করবেন না, জেনি ?'

'কেন নয় ?' দৃঢ় কণ্ঠ রেন'শ'র। 'আইন থাকবে, সাধারণ কোনো মানুষের স্বাভাবিক মস্তিষ্কে টেলিপ্যাথির প্রভাব খাটান চলবে না। ট্যালিপ্যাথির মাধ্যমে দূর মঙ্গলগ্রহের দৃশ্যাবলি শুধু গ্রহণ করা যাবে। আগে যেমন এ ধরনের কাজে দুরবিন ব্যবহার হত, ঠিক সেরকম।'

'তাহলে ফ্রন্ট অফিসকে খুলে বলুন সব।'

'না। ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে না। বরং থামিয়ে দিতে চাইবে। কিন্তু আপনাদের দুজনের কথা বেশ গুরুত্বের সাথে নেবে।'

'আমাকে দিয়ে ওদের কাছে কী বলাতে চান আপনি ?' জানতে চাইল বারকোউইৎজ।'

'আপনি যা দেখবেন, তাই বলবেন। বানরটাকে নিয়ে আবার পরীক্ষা শুরু করছি আমি। আমার কম্পিউটার মাইক ওটার জড়-ভাবনা, অর্থাৎ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট থট গ্রামকে খুঁজে বের করবে। মাত্র এক মুহূর্ত লাগবে কাজটা সারতে। মাইক সব সময় অ্যাবস্ট্র্যাক্ট থটকে সবার আগে খুঁজে বের করে, নইলে এটা সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না।'

'কেন ? কম্পিউটারের চিন্তাভাবনাও জড় বলে ?' হেসে উঠল বারকোউইৎজ।

'হাসির কিছু নেই,' বলল রেন'শ। 'আমার মনে হয় ওটার ভেতর সত্যিই একটা অনুরণন হয়। এই কম্পিউটারটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট থট গ্রাম উদ্ভবের জন্যে যথেষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ।'

বানরের মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া আবার ফুটে উঠল স্ক্রিনে। কিন্তু এ ধরনের গ্রাম এর আগে কখনো দেখেনি অ্যাডাম আর বারকোউইৎজ। সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের একটা গ্রাম। ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে।

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না,' বলল অরসিনো।

'এটা বুঝতে হলে আপনাকে রিসিভিং সার্কিটের মধ্যে ঢুকতে হবে,' বলল রেন'শ।

'তার মানে আপনার মগজে ইলেকট্রোড ঢোকাতে হবে ?' বারকোউইৎজের প্রশ্ন।

'আরে–না না, আপনার খুলিতে। তবে যেহেতু অ্যাডামের মাথায় চুল নেই, কাজেই ইনসুলেশনের ভয় নেই বলে তাকেই আমার বেশি পছন্দ। আসুন এদিকে, ভয় নেই, কোনো ব্যথা পাবেন না।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হল অরসিনো। তার মাথার খুলিতে যাবতীয় প্রস্তুতি সেরে নিল রেন'শ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'শুনতে পাচ্ছেন কিছু ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল অরসিনো। তারপর কিছুটা আগ্রহ দেখা গেল শোনার প্রতি। বলল, 'মনে হচ্ছে একটা গুঞ্জন–আর-আর কিছুটা চড়া কিঁচমিঁচ–এবং বেশ মজার–এক ধরনের কম্পন আর কি—'

বারকোউইৎজ বলল, 'বানরেরা বোধহয় আমাদের মতো–শাব্দিকভাবে চিন্তাভাবনা সাজায় না।'

'অবশ্যই না,' বলল রেন'শ।

রেন'শ এবার বানরটাকে সরিয়ে সরাসরি অরসিনোকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্টে যাবে বলে ঠিক করল।

অরসিনো অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে বলল, 'তার মানে আপনি এখন সাবজেক্ট হিসেবে একজন মানুষকে বাছাই করছেন।'

'কেন, আমিও তো সাবজেক্ট হতে যাচ্ছি।' অরসিনোকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল রেন'শ।

'আপনিও কী ইলেকট্রোড লাগাতে যাচ্ছেন—'

'না। আমার বেলায় মুখ্য ভূমিকা রাখবে মাইক। আমার মগজে রয়েছে বানরের মগজের দশ গুণ বেশি চিন্তাশক্তি। মাইক আমার সেই চিন্তা শক্তি তুলে নেবে খুলির ভেতর থেকে।'

কম্পিউটার নিয়ে খানিকক্ষণ খুটখাট করে আসল কাজটা সেরে নিল রেন'শ। স্ক্রিনে ফুটে উঠল ঢেউ খেলান নানারকম রেখা।

একসময় পিনপতন নীরবতা নেমে এল ঘরে। তিনজনের কারো মুখে কোনো কথা নেই। অরসিনো কী মনে করে মাথা ঝাঁকিয়ে কাগজ-কলম তুলে নিল সামনে থেকে।

খসখস করে কী যেন লিখল।

লেখা শেষ হলে পরীক্ষাটাও শেষ হল। বারকোউৎজকে ব্যঙ্গোক্তি করে কী লিখেছে অরসিনো, শব্দের পর শব্দ বলে গেল রেন'শ। সেই

banglainternet.com

সঙ্গে টেলিপ্যাথি নিয়ে এমন রগড় করতেও বারণ করল অরসিনোকে। সদুপদেশ দিল প্রকৃত কোনো গোয়েন্দা তদন্ত এবং অপরাধীদের বেরায় টেলিপ্যাথিকে কাজে লাগাতে।

অরসিনো দ্বিধা জড়ান কণ্ঠে বলল, 'জানি না, এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক অপরাধীদের পেছনে কাজে লাগান উচিত কিনা।'

'যথাযথ বৈধ নিরাপত্তার ভেতর থেকে উচিত হবে না কেন ?' বলল রেন'শ। 'তা যাই হোক–আপনারা দুজন আমার সাথে যোগ দিলে পরিকল্পনাটাকে বাস্তবে রূপ দেয়া অধিকতর সহজ হবে। চাই কী এজন্যে নোবেল প্রাইজও—'

বারকোউৎজ ভারিক্কি চালে বলল, 'আমি এর ভেতর নেই।'

'কী ? কী বলতে চান আপনি ?' হঠাৎ রেগে গেল রেন'শ। তার কমনীয় শান্ত চেহারায় লালচে আভা ছড়াল।

'টেলিপ্যাথি একটা স্পর্শকাতর বিষয়। এই কাল্পনিক বিষয় নিয়ে মাতামাতি করে শেষে বোকা বনে যাব আমরা।'

'তাহলে আপনি পরীক্ষায় অংশ নিন, জিম।'

'এতে আমাকে বোকা বনে যেতে হবে। কারণ কোনো কন্ট্রোল তো নেই।'

'এখানে কন্ট্রোল বলতে কী বোঝাতে চাইছেন আপনি ?'

'শর্ট-সার্কিট হচ্ছে চিন্তার আসল উৎস। ওই বানরটাকে বাদ দিন, আপনিও থাকবেন না, অরসিনোকে শুনতে দিল মেটাল এবং গ্লাসের কথা। লেজার রশ্মির কথা। যদি তিনি শুনতে পান কিছু, তাহলে বুঝব স্রেফ ছেলেমানুষী করছি আমরা।'

'আর যদি তিনি কিছু শুনতে না পান—'

'তখন আমি শুনতে বসব এবং দেখা ছাড়া–যদি পাশের ঘরে আমার বসার ব্যবস্থা করেন–এবং আমি যদি না দেখে বলতে পারি কখন আপনি সার্কিটের ভেতরে বা বাইরে আছেন, তখন আপনার দলে যোগ দেয়ার চিন্তাভাবনা করা যাবে।'

'খুব ভালো কথা', বলল রেন'শ। 'এ ধরনের পরীক্ষা যদিও এর আগে কখনো করিনি, তবে এটা খুব কঠিন হবে না আমার জন্যে।'

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে অ্যাডামকে আবার তৈরি হতে বলল রেন'শ।

কিন্তু কাজটা শুরু করার আগেই পরিষ্কার ঠাণ্ডা গলায় উচ্চারিত হল:

'অবশেষে !'

'কী ?' চমকে উঠল রেন'শ।

'কে বলল একথা ?' অরসিনোও অবাক।

বারকোউইৎজ বলল, 'কেউ বলেছে কি–"অবশেষে ?"' রেন'শ ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে বলল, 'এটা আসলে শব্দ নয়। আমাদের তিনজনের মনের ভেতর একসঙ্গে ওঠা একটা প্রতিধ্বনি।'

আবার পরিষ্কার কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'আমি যাই—'

সঙ্গে সঙ্গে রেন'শ তার মাথা থেকে সমস্ত সংযোগ খুলে ফেলল। অস্ফুট কণ্ঠে বিড় বিড় করল, 'মনে হচ্ছে–কম্পিউটার মাইকের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল !'

'তার মানে, বলতে চাইছেন–আপনার মাইক চিন্তা করতে পারে ?' প্রায় ফিসফিস করে বলল অরসিনো।

রেন'শ'র কণ্ঠে অচেনা সুর ধ্বনিত হল, কোনোরকমে শব্দ করে বলে উঠল সে, 'আমি বলেছিলাম না, জড়-চিন্তাভাবনা করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে আমার এই কম্পিউটারের। সার্কিটের সংস্পর্শে ব্রেইন আসতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহলে কি প্রমাণ হয় না, সার্কিটের সংস্পর্শে ব্রেইন না এলে এটা নিজের মতো করেই চলে ?'

লম্বা বিরতির পর মুখ খুলল বারকোউইৎজ। বলল, 'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, কম্পিউটার নিজের মতো করে চিন্তাভাবনা করে ঠিকই, কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারে না। আপনার এলইজি সিস্টেমের মাধ্যমে মাইক তার মনের ভাব প্রকাশে সক্ষম—'

'কিন্তু তা হতে পারে না,' চেঁচিয়ে উঠল অরসিনো। 'আমরা কেউ এর কথা শুনিনি। যে শব্দ শুনেছি, তা কম্পিউটারের কথা নয়।'

রেন'শ বলল, 'কম্পিউটার আমাদের ব্রেনের চেয়ে অনেক শক্তি রাখে কাজ করার ক্ষেত্রে। আমি মনে করি, এটা নিজের চিন্তার পরিধিকে বড়ো করে আমাদের দেখাবে, কোনো কৃত্রিম সংযোগ বা সাহায্য ছাড়া কীভাবে সরাসরি তার সাথে কথা বলতে পারি।'

banglainternet.com

বারকোউইৎজ সহসা বলে উঠল, 'তাহলে লেজার বিষয়ক আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন জুটল আপনার। এর মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে কথা বলা সম্ভব, আমরা যেমন স্বাধীনভাবে পরস্পর কথা বলে থাকি।'

এবং রেন'শ বলে উঠল, 'হায় ঈশ্বর ! এখন আর কী করব আমরা ?'

অনুবাদ : শরিফুল ইসলাম ভুইয়া

banglainternet.com